জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি (জেবিএস)- রেজিস্টার্ড এনপিও

সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন স্থাপন করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- জাপান প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় সহযোগিতায় সহযোগিতা করা।
- বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মযসূচী বাস্তবায়ন করা।

সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম:

- বাংলাদেশের খুলনায় অবস্থিত দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, জাপান বাংলাদেশ হাসপাতালকে সহায়তা প্রদান করা।
- টোকিও বৈশাখী মেলার আয়োজক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করা।
- টোকিও শহীদ মিনারকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীক হিসাবে জাপানীদের কাছে তুলে ধরা।
- অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

২০০৮: টোকিও বৈশাখী মেলা প্রাঙ্গনে পরিবেশ মন্ত্রী কোইকে ইউরিকো সেনসেই এর শুভাগমন

২০১৪: ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, সংগঠনের চেয়ারম্যান ডঃ ওসামু ওৎসুবো এবং ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান

সংগঠনের ঠিকানা:

১-২২-১১ সানগেনজায়া, সেতাগায়া-কু,
টোকিও ১৫৪-০০২৪, জাপান।
ফোন: ০৩-৩৪১০-১০২৪ ফ্যাক্স: ০৩-৩৯৫৯-১৭২৯
ই-মেইল: info@japanbangladesh.com
ওয়েবসাইট: www.japanbangladesh.com

টোকিও শহীদ মিনার

স্থান: টোকিওর প্রাণকেন্দ্র ইকেবুকুরো নিশিগুচি (ওয়েস্ট এক্সিট) পার্ক।

প্রস্তাবনা: তোশিমা সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাবক ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান (ভাইস-চেয়ারম্যান, জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি), যা সমর্থন করেন ডঃ ওসামু ওৎসুবো (চেয়ারম্যান, জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি)। পরবর্তীতে ডঃ শেখ আলীমুজ্জামানের নেতৃত্বে টোকিও বৈশাখী মেলা কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে, যার সমর্থনে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ সরকার।

ভিত্তি প্রস্তর: ১২ই জুলাই, ২০০৫

উদ্বোধন: ১৬ই জুলাই, ২০০৬, সপ্তম টোকিও বৈশাখী মেলা।

বৈশিষ্ট্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্মিত, বহির্বিশ্বে এটাই প্রথম শহীদ মিনার।